MAY … 2002

তারিখ … … … …
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

গ্রেডিং পদ্ধতি : কিছু নতুন ও পুরোনো ভাবনা

বর্তমানে প্রচলিত এসএসসি ও এইচএসসির গ্রেডিং পদ্ধতির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের একই সঙ্গে সর্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বানানোর প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু বর্তমান যুগে কারো পক্ষেই এটা সম্ভব নয়। তবে প্রত্যেকেই এক বা একাধিক বিষয়ে পারদর্শী হতে পারে। এক্ষেত্রে অন্য বিষয়গুলোতে ন্যূনতম বা গড় যোগ্যতা অর্জন করেও এটা হওয়া সম্ভব। বর্তমানে গণিতে কেউ ১০০ পেলেও তার ৮০ পরবর্তী ২০ নম্বর মূল্যহীন। আর এখানে কারো মোট যোগ্যতাও মূল্যহীন। আমার পরিচিত একজন পূর্বে মাত্র একটি বিষয়ে লেটার পেয়েও ৭৯৫ নম্বর (চতুর্থ বিষয়সহ ৮৪৫) পেয়েছিল। বর্তমানেও এমন হয় অথচ তার রেজাল্ট এবং কেউ যদি ৬০০ পায় তার রেজাল্ট বর্তমানে একই হওয়া সম্ভব। যেখানে নির্দিষ্ট বিষয়ে অধিক পারদর্শী হওয়া কিংবা মোট যোগ্যতা মূল্যহীন এবং সব বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট লেবেলে যোগ্যতার্জনই মূলকথা সেখানে অনার্স পর্যায়েও নির্দিষ্ট বিষয়ে অনার্স করার কি দরকার। আর ক্রিকেট দলগুলোতেও ১১ জনই অলরাউন্ডার নেওয়া হয় না কেন?

মানলাম, গ্রেডিং পদ্ধতি একটি উন্নত আধুনিক ও আন্তর্জাতিক পদ্ধতি এবং অনার্স পর্যায়ে একই সাবজেক্টের কোর্সগুলো সমজাতীয় হওয়ায় এখানে অনেকটা কার্যকরও বটে। তবে আমরা জানি এ পদ্ধতির উদ্দেশ্য হচ্ছে ফলাফলকে সূক্ষ্ম শ্রেণীতে বিভক্ত করে সঠিকভাবে মান যাচাই করা। তাহলে বর্তমানে ৬০-৮০ এই বিশাল ব্যবধানকে কোন যুক্তিতে একই গ্রেডে রাখা হলো তা বোধগম্য নয়। আর এ নিয়ে পত্রপত্রিকায় লেখালেখিও তো কম হয়নি।

আমি দেখেছি বর্তমানে ভালো পড়ালেখা ও ভালো রেজাল্টের জন্য বিশেষভাবে ভালো ছাত্রছাত্রীরা উৎসাহহীন ও নিস্পৃহ। তাদের মতে, শত চেষ্টায়ও সব বিষয়ে ৮০ পাওয়া দুঃসাধ্য এবং দুএকটি বিষয়ে এমনিতেই পাওয়া যাবে আর ৯৯ পাওয়ার তো কোনো দরকারই নেই। বাকি বিষয়গুলোয় ৬০ আসবে অনায়াসেই।

একজন শিক্ষার্থীর জন্য পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক ও মোট নম্বর জানতে না পারা যে কতো দুঃখ, কষ্ট ও হতাশাজনক তা পরীক্ষার্থীই জানে। সে জানতে পেলো না সে ৬০ পেলো না ৭৯ পেলো, তার কতোখানি ভুল হয়েছে। ফলে সে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেললো।

গ্রেডিং পদ্ধতির রেজাল্ট পাওয়ার পর দেখা গেছে ত্রুটিপূর্ণ গ্রেডিং পদ্ধতির কারণে অনেক ছাত্রছাত্রী ৭৯% নম্বর পেয়েও ৬০% এর সমান মূল্য পেয়ে কেঁদেছে। বর্তমান সরকার গ্রেডিং পদ্ধতি নিয়ে একটু ভালোভাবে ভেবে দেখবেন কি? কর্তৃপক্ষের কাছে একান্ত অনুরোধ, অবিলম্বে গ্রেডিং পদ্ধতি বাতিল অথবা প্রতি ৫ শ্রেণী ব্যবধানে পুনর্বিন্যাস এবং চতুর্থ বিষয়ের নম্বর যুক্ত করে ২০০১-এর এসএসসির ফলাফল পুনর্ঘোষণাসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক এবং বিষয়ভিত্তিক ও মোট নম্বর অবশ্যই জানানো হোক। আমার ধারণা, একদিন না একদিন এ পদক্ষেপগুলো ঠিকই গৃহীত হবে। তবে মাঝের দুএকটি ব্যাচ কেঁদে যাবে কেন?

মোঃ আঃ করিম
বিবিএ, দ্বিতীয় বর্ষ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।